

সিংগেরকাছ পাবলিক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
সিংগেরকাছ, বিশ্বনাথ, সিলেট

স্মারক নম্বর:- সিপাবউবিক/২০২৬/২০

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩
০৩ আগস্ট ২০২৬

বিষয়: শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

**সম্মানিত অভিভাবক,
আসসালামু আলাইকুম।**

আশা করি, ভালো আছেন। গত ২৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে আমি সিংগেরকাছ পাবলিক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার সন্তান অধ্যয়ন করছে - এ জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

২। দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ও শিক্ষার ফলাফল সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করে কিছু বিষয় আপনার অবগতির জন্য তুলে ধরছি। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন কেবল শিক্ষক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়; এর জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং স্থানীয় সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

৩। জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য গুণগত ও যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষিত, দক্ষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি অভিভাবকদের নিয়মিত তদারকি ও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান, আলোচনা, অনুশীলন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে যে শিক্ষা অর্জিত হয়, তা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকলে যথাযথভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত বিদ্যালয়ের উপস্থিতির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সিংগেরকাছ পাবলিক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে প্রায় ৪৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০৬ জন অনুপস্থিত থাকে। অর্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি শিক্ষার গুণগতমান ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ফলাফলের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

৪। বর্তমানে সপ্তাহে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫ দিন বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। ফলে সাপ্তাহিক ছুটির কারণে বছরে ১০৪ দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। এর সঙ্গে রমজান, ঈদ, গ্রীষ্মকালীন ও অন্যান্য সরকারি/প্রাতিষ্ঠানিক ছুটি মিলিয়ে বছরে আরও প্রায় ১০০ দিন বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকে। অর্থাৎ বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে আনুমানিক মাত্র ১৬১ দিন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে সরাসরি পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়। এই সীমিত সময়ের মধ্যেও কোনো শিক্ষার্থী নিয়মিত বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে তার শিক্ষাজীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘাটতি তৈরি হয়। এর ফলে পাঠ্যবিষয় যথাযথভাবে আয়ত্ত করা, নিয়মিত অনুশীলন করা এবং পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সঙ্গে উল্লেখ করছি যে, বিগত ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার সন্তোষজনক নয়। এই ধরনের ফলাফল আমাদের সকলের জন্যই উদ্বেগের এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলে এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করলে এই পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব।

৫। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল বৃদ্ধিকে আমি অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করছি। এ লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে আরও আন্তরিকতা ও মনোযোগের সঙ্গে পাঠদান, শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং ফলাফল পর্যায়ক্রমে উন্নীত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য হলো - পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ের পাশের হার শতভাগে উন্নীত করা।

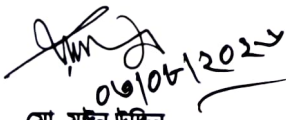
এই লক্ষ্য অর্জনে আপনার সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অনুগ্রহ করে -

- আপনার সন্তানকে প্রতিদিন নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাবেন;
- বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার প্রয়োজন হলে তার কারণ সম্পর্কে বিদ্যালয়কে অবহিত করবেন;
- বাড়িতে নিয়মিত লেখাপড়ার পরিবেশ ও লেখাপড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় নিশ্চিত করবেন;
- সন্তানের দৈনন্দিন পড়াশোনা ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ রাখবেন; এবং
- কোনো বিষয়ে আপনার সন্তান পিছিয়ে পড়লে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করবেন।

৬। প্রিয় অভিভাবক, আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব আমাদের সবার। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবেন, আর আপনারা বাড়িতে সন্তানের পড়াশোনা ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন - এই সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা আমাদের সন্তানদের আরও ভালো শিক্ষা দিতে পারব।

৭। আসুন, আমরা সবাই মিলে সিংগেরকাছ পাবলিক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজকে শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা, উপস্থিতি ও ফলাফলের দিক থেকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলি। আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদ


06/06/2024

মো. মঈন উদ্দিন

সভাপতি

সিংগেরকাছ পাবলিক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

প্রাপক:

জনাব/জনাবা.....

গ্রাম

ছাত্র/ছাত্রীর নাম.....

শ্রেণি..... রোল নং.....

✂

প্রাপ্তি স্বীকার:

অভিভাবকের নাম:..... স্বাক্ষর:..... ফোন (যদি থাকে):.....